অর্থাৎ ভক্তির স্বরূপেই এমন সামর্থ্য আছে যে, নিজ আশ্রিতজনের সর্ব্ব অযোগ্যতা দূর করিয়া সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা সম্পাদন করিয়া লয়েন। এইজন্য ভক্তিসাধনের সাধকের পক্ষে অন্য কোনও যোগ্যতার অপেক্ষা করে না, কেবলমাত্র ভক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাসেরই অপেক্ষা আছে। এইজন্য পরে শ্রীকৃষ্ণই বলিবেন—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥
যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। ইত্যাদি। ১১।২০।৩১-৩২

হে উদ্ধব! এই তো তোমার নিকটে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিবিধ অধিকারীর কথা উল্লেখ করিলাম। তন্মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম্ম নিয়ত ভক্তিযোগের মুখাপেক্ষী; ভক্তিযোগ কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের কোন অপেক্ষাই করে না। এইজন্য ভক্তিযোগ নিখিল সাধন হইতে অতিশয় শ্রেষ্ঠ। আমাতে আসক্ত-চিত্ত—এমত ভক্তিযুক্ত সাধকের পক্ষে প্রায়শঃ জ্ঞান বা বৈরাগ্য মঙ্গল-সাধন হয় না। যেহেতু রাশি রাশি কর্ম্মে, তপস্যায়, জ্ঞান, বৈরাগ্যে, অষ্টাঙ্গযোগে, দানধর্ম্মে—এমন কি তীর্থযাত্রা, ব্রত প্রভৃতি নিখিল মঙ্গল-সাধনে যে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, আমার ভক্ত ভক্তিযোগ প্রভাবে অনায়াসে সেই সকল ফললাভ করিতে পারে। অতএব, ভক্তিযোগ যে অন্যনিরপেক্ষ, তাহা সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে। হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন—যখন "নির্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু" অর্থাৎ "নিখিল কর্ম্মানুষ্ঠানে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত"—এইরূপ উল্লেখ আছে, তাহা হইলে ভক্তিযোগ কেমন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে নিরপেক্ষ হইতে পারে?

তাহার উত্তর এই যে—ভক্তের যখন ভক্তির উপরে সর্ব্বোত্তমা বিশ্বাস আসিবে, তখন স্বভাবতঃই কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানে নির্ব্বেদ আসিবেই। তবে শ্লোকে যে কর্ম্মযোগে নির্ব্বেদের কথা উল্লেখ আছে, সেটি কিন্তু অনুবাদ মাত্র; অর্থাৎ ভক্তিযোগের স্বভাবে প্রাপ্ত নির্ব্বেদের কথাই স্পষ্টরূপে পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব, যদিও জ্ঞান এবং কর্ম্মসাধনেও শ্রদ্ধার অপেক্ষা আছেই, যেহেতু কোনও সাধনে শ্রদ্ধা ভিন্ন বাহিরে ও ভিতরে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যে কর্ম্মে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে কর্ম্মে যাহার বাহ্যান্তরে আবেশ আনিতে পারে না; অথচ আবেশবিনাও কোন কার্য্যে কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। অতএব, জ্ঞানকর্ম্মসাধন অনুষ্ঠানেও সাধকের শ্রদ্ধার অপেক্ষা আছে, তথাপি ভক্তিসাধনে কেবলমাত্র শ্রদ্ধাকেই কারণরূপে নির্দ্দেশ করার জন্য ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে স্বীকার করা হইয়াছে।